গ্যাসভিত্তিক দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে চীনের সাথে চুক্তি

স্টাফ রিপোর্টার

গ্যাসভিত্তিক ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য চীনের দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)। আগামী বছরের শেষে এই দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনে আসবে। কেন্দ্র দুটি নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। বিদ্যুৎ ভবনে গতকাল (সোমবার) দুপুরে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে সিলেটে ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কম্বাইন্ড সাইকেল কেন্দ্রটি নির্মাণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে চীনের সাংহাই ইলেকট্রিক গ্রুপের সঙ্গে। এই কেন্দ্রের জন্য বাংলাদেশের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন পিডিবির সচিব ইসকান্দার আলী এবং নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান সাংহাইয়ের পক্ষে ভাইস প্রেসিডেন্ট ঝু ডেনিয়ান। চুক্তি অনুযায়ী সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চুক্তি স্বাক্ষরের ১৮ মাস পর অর্থাৎ ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উৎপাদন শুরু করবে। এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৯৪০ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। এর মধ্যে বৈদেশিক সাহায্য ৭১৭ কোটি ৬৫ লাখ টাকা।

অন্যদিকে চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য চুক্তি করা হয় মেসার্স চায়না চেংডা ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেডের সঙ্গে। এই কেন্দ্রের জন্য বাংলাদেশের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন পিডিবির সচিব ইসকান্দার আলী এবং নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান চায়না চেংডা কোম্পানীর পক্ষে চেয়ারম্যান কাও গুয়াং। এই কেন্দ্রটি চুক্তি স্বাক্ষরের ১৫ থেকে ২০ মাস পর অর্থাৎ ২০১১ সালের ডিসেম্বরে উৎপাদন শুরু করবে। এ প্রকল্পে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১২৪৭ কোটি ৭২ লাখ টাকা। এর মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ৯০২ কোটি ৭ লাখ টাকা।

এদিকে পিডিবির এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র করা হলেও গ্যাসের নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি ইউনিট আগামী ১৪ তারিখ চালু হবে। কিন্তু এখনও পেট্রোবাংলা থেকে গ্যাসের কোন নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। ফলে কেন্দ্র নির্মাণ করে বসে থাকলে তো কোন লাভ নেই। তবে গ্যাস প্রাপ্তির বিষয়ে আশাবাদী পিডিবির চেয়ারম্যান এ এস এম আলমগীর কবীর। তিনি বলেন, এই কেন্দ্র দুটি নির্মাণ হতে হতে আমরা গ্যাস পেয়ে যাব। তিনি আরো জানান, এই কেন্দ্র দুটির জন্য গত ৫ বছরে ৫ বার টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সঙ্গে প্রতিটি মানুষের সম্পর্ক রয়েছে। জ্বালানি হলো আমাদের কর্মশক্তি। বিদ্যুৎ উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর। আমি অর্থনীতি নিয়ে চিন্তা করতে গেলেই আমার চিন্তা হয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিয়ে। তিনি বলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য দুর্নীতি ও দুঃশাসনের কারণে বিদ্যুৎখাত এখনও পশ্চাৎপদ। এজন্য এই খাতের কাজের গতি বাড়াতে হবে। কারণ যত দ্রুত সম্ভব আমাদের মানুষকে ক্ষমতায়ন করা দরকার। এ জন্য প্রয়োজন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি। তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, গত এক বছরে আমরা মাত্র ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের জন্য চুক্তি করতে পেরেছি। এই গতি ধীর। গতি বাড়াতে হবে। সামনে আমাদের ৪শ বা এক হাজার বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে ভাবতে হবে।

জ্বালানি উপদেষ্টা তৌফিক ই ইলাহী বলেন, আমাদের সরকারের এক বছরের কাজের কিছু অংশ আপনারা দেখেছেন। বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকটে এই দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। এত তাড়াতড়ি কাজ করা সম্ভব হয়েছে মূলত অর্থমন্ত্রীর সহযোগিতার কারণে। তিনি চীনা কোম্পানীদ্বয়ের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বলেন, আমরা চীনকে উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে দেখতে চাই। তাদের কাছে অনুরোধ নির্দিষ্ট সময়ে যাতে কাজটি শেষ করে।

বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী এনামুল হক বলেন, আজ আমরা বড় দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য চুক্তি সই করলাম। এটি আমাদের জন্য মাইলফলক ঘটনা। আমরা এখন চাই নির্দিষ্ট সময়ে যাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটি উৎপাদনে আসে।

এছাড়া চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ সচিব আবুল কালাম আজাদসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।